[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান ।

এমন ঘটনায় উপজেলা জুড়ে এ কার্যক্রম নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মাঝে। বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু ভাটা রেখে, কেন কিছু কিছু ভাটা ভাঙ্গা হলো আর কেনই বা অন্যান্য অবৈধ ভাটা থেকে গেল তার হিসাব মিলছে না সচেতন মানুষের কাছে।

অনেকেই মন্তব্য করেছেন তাহলে কেন গুটি কয়েক ভাটায় এ অপারেশন সীমাবদ্ধ রাখলেন, তবে কি বাকি মালিক দ্বারা কোন অন্ধকার রাস্তায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন তারা? কি বলবেন একে অমানবিক নাকি অন্য কোন দূরভিসন্ধি?

প্রসঙ্গত, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ২২ টি অবৈধ ইট ভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১০টি ভেঙ্গে দিয়েছে যশোর পরিবেশ অধিদপ্তর, আরো থেকে গেছে ১২ টি অবৈধ ভাটা। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নেই এমন ভাটাগুলি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দিতে অভিযানে নেমেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তর যশোরের উপ-পরিচালক সাঈদ আনোয়ার অবশ্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বুধবার থেকে ঝিনাইদহ জেলায় অভিযান শুরু হয়েছে। যে ইটভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নেই, এমন সব ইট ভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ওয়ান বাংলাদেশ এর মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

ড. সাইদুর রহমান কে সভাপতি ও মশিউর রহমান (সজল) কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি ওয়ান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রশীদুল হাসান এ কমিটি অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ সভাপতি ড. আশরাফুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, ইমরান হোসেন, অর্থ সম্পাদক ড. মফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারান সম্পাদক মামুন নুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশির ফয়সাল (চপল), শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শাশ্বত চক্রবর্তী (নিপ্পন),

ইতিহাস বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, সমাজসেবা সম্পাদক রাসেলুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মিনা পারভীন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল আমিন , প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক , তথ্য ও প্রযুক্তি পদে সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সদস্য রাকিবুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান মালেক, কে এম ইমতিয়াজ হাসান জুয়েল, মারুফ সিদ্দিকী, ড. ইয়াসমিন আরা সাথী, মনিরুজ্জামান।

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল,

খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।

মেহেরপুরে প্রথম ধাপে ২৬ দুস্থ পরিবার পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা

এম এফ রুপক:
প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বরুপ মুজিব জন্মশতবর্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৯ লাখ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে সেমিপাকা টিনশেড ঘর। সারা দেশে ৬৪ জেলার তৃণমূল পর্যায়ে তালিকা করে ছিন্নমূল ও দুস্থ পরিবারকে এ ধরণের বিশেষ ঘর দেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে ২৩ জানুয়ারি ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবারকে হস্তান্তর করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন।

মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওয়াত ক তালিকা ভুক্ত প্রথম ধাপে ২৬ টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে এই ঘর। যদিও ২৮ টি ঘর হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু জমি সংক্রান্ত জটিলতায় গাংনীতে ২টি ঘর সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই এই সমস্যার অবসান হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

মেহেরপুর সদরে ১৬টি, গাংনী উপজেলায় ৬টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪টি। “আশ্রয়ণের অধিকার-শেখ হাসিনার উপহার” এই স্লোগানে মেহেরপুর জেলায় ভূমি ও গৃহহীন মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবাসন উপহার হিসেবে দেয়া খাস জমিতে গৃহ নির্মাণের কাজ করছে মেহেরপুরের তিন উপজেলা প্রশাসন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে গৃহ নির্মাণ করছে প্রশাসন। নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ফরহাদ হোসেন।

মেহেরপুর জেলায় ১২৩ জন ভূমিহীনদের তালিকা থেকে প্রথম ধাপে ২৬ জন ঘর পাবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব উদ্যোগে আরও কিছু ভূমিহীন পরিবার ঘর পাবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

এ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। এ সময় তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ঘর নির্মাণের কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত করে ওই জমির ওপর ঘর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরের বরাদ্দ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

পরে আরও পরিবহন খরচ বাবদ ৪ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেছে সরকার। এই টাকায় তাদের জন্য ২০ ফুট বাই ২২ ফুট প্রস্থের ঘরে রয়েছে দু’টি কক্ষ, একটি রান্নাঘর, টয়লেট ও সামনে খোলা বারান্দা। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী থেকে একটি করে টিউবওয়েল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, গাংনী উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে ৬ টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করা হবে। আরও দুইটি ঘর জমি সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে। ঘর গুলো নির্মাণ করা হয়েছে, ধানখোলায় ২টি, ষোলটাকায় ২টি, বামন্দীতে ১টি ও কাজীপুরে ৩টি। ইতোমধ্যে ৬টি ঘরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ২ টির কাজ হস্তান্তরের আগেই আশা করছি শেষ হয়ে যাবে।

মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরের দায়িত্বে থাকা পকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নাহিদা আক্তার জানান, মেহেরপুর সদরে ১৬টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। মেহেরপুর সদরের মধ্যে আমঝুপি-খোকসায় ৮টি ও কুতুবপুর-গহরপুরে ৮টি ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরের চারা বাগান পাড়ায় ৪টি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম জানান, উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ১৬টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৮টির কাজ চলমান আছে। আশা করছি খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবো। প্রত্যেক সুবিধাভোগীর নামে সরকারি ২

শতাংশ জমির বন্দোবস্ত দলিলসহ ঘরের চাবি আগামী ২৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন পালিত

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন উপলক্ষে জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, শহীদ জিয়ার স্বপ্ন স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডঃ মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ জেলা অংগ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

‘মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও করোনা মোকাবিলায় সফল ইরান’

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি মাজিদ তাখতে রাভানচি বলেছেন, তার দেশের ওপর আমেরিকার কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সফল হয়েছে তেহরান।

তিনি সোমবার নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন।

তাখতে রাভানচি তার পোস্টে লিখেছেন, “ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ইরান সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।”
আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক টিম ইরানের পরমাণু সমঝোতায় ফিরে আসার যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কেও কথা বলেন তাখতে রাভানচি।

তিনি বলেন, “আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তার এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন কি-না তা দেখার জন্য তেহরানের কোনও তাড়াহুড়ো নেই।”

বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালের মে মাসে ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তেহরানের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি দাবি করেন, ইরানকে তার ভাষায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করার জন্য দেশটির ওপর ‘সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের’ নীতি গ্রহণ করেছে তার প্রশাসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার বাসনা অন্তরে চেপে রেখেই আগামীকাল ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

আর্জেন্টিনায় ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প

আর্জেন্টিনার সান জুয়ানে ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার রাতে আর্জেন্টিনার পশ্চিম-মধ্য প্রদেশ সান জুয়ানে ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

প্রথম ভূকম্পনের পর বেশ কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দেশটিতে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার জানিয়েছে, সিরিজ ভূকম্পনের ঘটনায় কোনো সুনামি সতর্কতা দেওয়া হয়নি। সূত্র: সিএনএন

পাগলামি করলে এমন গণধোলাই খাবেন চেহারা চেনা যাবে না

নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই মির্জা কাদেরকে উদ্দেশ্য করে যুবলীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী এমপি বলেছেন, ‘সরকারকে অনুরোধ করব এসব পাগল বাইরে রাইখেন না। যথা শিগগির পাবনায় পাঠানো উচিত। নইলে এমন গণধোলাই খাবেন যে চেহারা চেনা যাবে না।’

রবিবার বিকালে ভাঙ্গা পৌরসভার চৌধুরীকান্দা সদরদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ ভাগে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, ‘আর একটা কথা কইতে মন চাইতেছে। না কইয়া পারি না। আগে ভাঙ্গার দুই-একটা পাগল আমারে নিয়া কথা কইত। আমি এত বড় নেতাই হইছি এখন ভিনদেশি পাগল আমার ওপর খ্যাপছে।

তারে আমি কিছু কইছি? তারে আমি চিনি? জীবনে নাম শুনেছি? সে কয় আমি ভোট ডাকাতি কইরা এমপি হইছি। পাগলা স্বপ্নে না দেখলে এমন কথা কইতে পারে না। গত সংসদ নির্বাচনে আমার তিন উপজেলায় নির্বাচন সুষ্ঠু হইছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পাগলারেও আমি চিনি না, জীবনে দেহি নাই, জীবনে যাই নাই নোয়াখালী। আরে মিয়া! নেতা হইতে চান? পরিচিতি চান? পাগলামি কইরা নেতা হওয়া যায় না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আমি আপনারে কিছু কইছি কিনা। সরকারের উচিত এসব পাগলকে যথাশীঘ্র পাবনায় পাঠানো।

নইলে এমন গণধোলাই খাবে যে চেহারা চেনা যাবে না।’ কাউন্সিলর মো. বাকী মাতুব্বরের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থবিষয়ক সম্পাদক ও ভাঙ্গা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান সাহাদাত হোসেন, ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফাইজুর রহমান, ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর মুন্সী প্রমুখ। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিদ্রোহী প্রার্থীদের খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে: কাদের

শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে দলে বিভেদ সৃষ্টি না করতে বিদ্রোহী প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সেই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ার করে বলেছেন, দলীয় শৃঙ্খলা না মানলে বিদ্রোহী প্রার্থীদের খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কোনও আপস করবে না।

মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির প্রথম সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এক ছাদের নিচে আনতে হবে। বহু ধারায় বিভক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে। স্বাধীনতার উন্নয়ন বিরোধী অপশক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে।